ইয়াবা বাণিজ্য: কোর্ট মার্শালে চাকরি হারালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুখ



লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুখ।ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারে মাদক পাচার ও ইয়াবা ব্যবসায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি হয়ে চাকরি হারিয়েছেন বিজিবির ৩৪ ব্যাটালিয়নের সাবেক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুখ হোসেন খান। কোর্ট মার্শালের রায়ে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের ২৫ এপ্রিল দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে। ‘কক্সবাজারে বিজিবি সিও-র ইয়াবা ভাগাভাগি’ শিরোনামের ওই প্রতিবেদনে ফারুখ হোসেনের বিরুদ্ধে ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, মাদক কারবার থেকে কমিশন নেওয়া এবং উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ভাগ করে নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়।

প্রতিবেদনটি সামনে আসার পর বিজিবি নিজস্ব তদন্ত শুরু করে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীও তাঁর বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা নেয়। বিচারিক প্রক্রিয়ায় সাক্ষী হিসেবে হাজির করা হয় প্রায় অর্ধশত ব্যক্তিকে। তাঁদের তালিকায় প্রথম ছিলেন যুগান্তরের অনুসন্ধানী প্রতিবেদক জসিম উদ্দিন।

বিচার চলাকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের মাধ্যমে নিজের পক্ষে তদবিরের চেষ্টা করেন ফারুখ হোসেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সাক্ষীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিচারপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টার কথাও উঠে এসেছে। এমনকি একজন সাক্ষীকে গুমের চেষ্টা এবং অন্যদের হত্যা ও গুমের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

সংশ্লিষ্ট দুই উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তার দাবি, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু হয়ে কোর্ট মার্শাল পর্যন্ত গড়ানোর ঘটনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এটাই প্রথম।